দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ .... 15 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ২১ ... কলাম ...

পাঠ্যক্রমে ধর্মদ্রোহী ও আপত্তিকর বিষয় ক্ষমার অযোগ্য

বিগত সোয়া চার বছরে বর্তমান সরকারের যে কয়টি সাফল্য রয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো, শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুততম সময়ে বিনামূল্যে সর্বাধিক সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা। চলতি বছর সরকার ইতোমধ্যেই ২৬ কোটি ১০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫ শত ৪৫টি বই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে। এটি নিঃসন্দেহে অনন্য কৃতিত্ব ও সাফল্য। এই জন্য সরকার সকল মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই বিরাট কাজটি অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে সম্পাদন করতে যেয়ে এমন দুই চারটি মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে যা ক্ষমার অযোগ্য। যে মারাত্মক ভুল সরকার করেছে সেটিকে অনেকটা তাড়াহুড়া করে রোগীকে সারিয়ে তুলতে যেয়ে ভুল চিকিৎসা করার মত ব্যাপার। রোগীকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে যেয়ে যদি ভুল চিকিৎসা করা হয় তাহলে প্রায় ক্ষেত্রেই রোগীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি করে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে যেয়ে পুস্তকে এমন ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং এমন সব আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা সমগ্র জাতির মন, মানসিকতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে হালাল-হারাম মাংসভক্ষণ সম্পর্কীয় বহুল আলোচিত ঘটনাটি এই হিমালয় সদৃশ্য ভুলের জ্বলন্ত নজির। বইটির সম্পাদক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ইতোমধ্যেই ভুল স্বীকার করেছেন এবং নতুন করে সংশোধনীর অন্তর্ভুক্তি ও পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই যে ক্ষতি হয়ে গেছে সেই ক্ষতি আর পূরণ হওয়ার নয়। ইসলাম ধর্মের মূল স্পিরিট হলো 'আল্লাহ লা শরীক'। অর্থাৎ আল্লাহর কোন অংশীদার নেই। অথচ এখানে দেব-দেবীর সঙ্গে আল্লাহকে শরীক করা হয়েছে। এরচেয়ে বড় গুনাহ ইসলাম ধর্মে আর নেই। এই ভুলের রেশ কাটতে না কাটতেই গতকাল বৃহস্পতিবার দৈনিক ইনকিলাবে আর একটি মারাত্মক ভুলের খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবর অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে এমন সব আপত্তিকর শব্দ সংযোজন করা হয়েছে যা কিশোর এবং তরুণদের নৈতিক চরিত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। অষ্টম শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকের নাম 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।' এই পুস্তকে যেসব শব্দ সংযোজন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'পর্নোগ্রাফি' 'ব্লুফিল্ম,' মদ, গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিল প্রভৃতি। এসব শব্দ আমাদের কিশোর এবং তরুণদেরকে ঐসব নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে।

এসব বিষয় এসেছে পাশ্চাত্য থেকে। বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার নামে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ আমাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্ম থেকে। পশ্চিমা দেশসমূহের, বিশেষ করে আমেরিকায় নবম শ্রেণীতেই নর-নারীর আদিম সম্পর্ক বিষয়ে পাঠদান শুরু হয়। নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও শিক্ষক শিক্ষিকারা বলে দেন যে, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার সময় তারা যেন প্রতিরোধক ব্যবহার করে। এটিকে তারা উদার নৈতিকতা এবং মুক্ত চিন্তা বলে মনে করেন। পাশ্চাত্য করছে বলেই বাংলাদেশও কি তাদের কারিকুলামে সেই ধরনের পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করবে? বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে ইতিহাস ও ঐতিহ্য শিক্ষা দিতে গিয়ে অবশ্যই আমাদের জাতীয় বীরদের সাথে তরুণ এবং কিশোরদের পরিচয় ঘটাতে হবে। সেই জাতীয় বীর নির্বাচন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে অপাত্রে ঘি ঢালা না হয় এবং আদর্শ ও ঐতিহ্য বিরোধী ব্যক্তিদের গ্লোরিফাই করা না হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে মাত্র সিকি শতাব্দীর মধ্যে আবদ্ধ করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশীদের স্বাধীনতার ইতিহাসের পটভূমি অন্তত ২৫০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশের এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি আঘাত হানাকে প্রগতিশীলতার সমার্থক বলে মনে করেন। পাঠ্যক্রম নির্বাচন ও প্রণয়নের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, ধর্মীয়মূল্যবোধ যেন কোনোক্রমেই আহত না হয়। ইসলামী মূল্যবোধ এবং মুসলিম জাতিসত্তা আমাদের জাতীয়তাবাদের শিকড়ে প্রোথিত। ইতিহাস রচনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের বর্তমান মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে, তবে ভিন্ন নামে। সেই ইতিহাস এবং সেই ভূগোলকে যেমন বিস্মৃত হলে চলবে না তেমনি সেটিকে বিকৃত করাও চলবে না। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত রয়েছেন তারা স্বীকার করেছেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে তাদের ভুল হয়েছে। সেই ভুলটি স্বীকার করার সাথে সাথে তাদেরকে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর যেন না হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাস যেন গোষ্ঠীগত বা দলীয় মতাদর্শ প্রচারের সূক্ষ্ম বা প্রকাশ্য বাহন না হয়। যে মারাত্মক ভুলটি ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে সেটি যে একেবারেই ইচ্ছাকৃত এমন কথা আমরা বলব না। হয়তো বা তাড়াহুড়ার কারণে এটি অগোছালো এবং অপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। সেই জন্য তারা বেনিফিট অফ ডাউট পেতেও পারেন। ভবিষ্যতে যদি এই জাতিকে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় অথবা যদি তাদের ধর্মবিশ্বাসে পুনরায় আঘাত দেয়া হয় তা হলে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।